কমিশনের হস্তক্ষেপে পৈত্রিক সম্পত্তি হতে বঞ্চিত 72 বছরের একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত হল।

জনাব এসএম আব্দুস সাত্তার, পিতা-মৃত: আব্দুর রহিম, ‍গ্রাম+পো: করমজা, থানা-সাঁথিয়া, জেলা-পাবনা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তিনি 72 বছরের একজন বয়োবৃদ্ধ। তার 04 (চার) ভাই ও 05 (পাঁচ) বোনের মধ্যে তিনি সবার বড় থাকায় তার পিতার মৃত্যুর পর তার ভাই-বোনদের দেখাশোনা ও ভরণ-পোষণ দিয়ে বড় করেন। তিনি তার পিতার মৃত্যুর পর নিরলসভাবে পরিশ্রম করে সম্পত্তি ক্রয় করে তার ভাই বোনদের নামে দলিল করে দেন কিন্তু গত 10 বছর পূর্বে তার ছোট ভাইয়েরা পৈতৃক সম্পত্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে বিতাড়িত করে দেন। বর্তমানে তিনি তার স্ত্রীর পৈতৃক সম্পত্তিতে বসবাস করছেন। তার ভাইয়েরা তার পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তির কোন অংশ তাকে দিচ্ছে না। এবিষয়ে একাধিকবার গ্রাম্য সালিশের চেষ্টা করেও কোন সুরাহা পাননি। তার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় ও তার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তিনি মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তিনি আদালতে মামলা করলে মামলা দীর্ঘসূত্রিতার জন্য তার জীবদ্দশায় সম্পত্তি ভোগ দখল করতে পারবেন না বিধায় কমিশনের মাধ্যমে বিষয়টির সুরাহার জন্য আবেদন করেন।

মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্যের নেতৃত্বে কমিশনের বেঞ্চ-২ কর্তৃক অভিযোগটি আপোষে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাঁথিয়া, পাবনা-কে বলা হয়। অভিযোগকারী ও অপরপক্ষ (তার ভাইদের) কে ডেকে একাধিকবার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে একটি বন্টননামা দলিল রেজিস্ট্রিকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সে অনুযায়ী গত ১০/০৭/২০২৩ খ্রি. তারিখ সাঁথিয়া সাব-রেজিস্টার অফিসে ৬০১৬/২৩ নং বন্টননামা দলিল রেজিস্ট্রি হয় মর্মে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাঁথিয়া, পাবনা কমিশনকে অবহিত করেন। উভয়পক্ষের সম্মতিতে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়।